101130 - স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি ও দয়া

প্রশ্ন

আমি যখন অসুস্থতায় ভুগি (যেমন: মাইগ্রেনের ব্যথা, নার্ভ ব্লকসহ আরো কিছু সমস্যা) তখন আমার স্বামী আমাকে বিশ্রাম নিতে দেয় না। অথচ আমার বিশ্রাম প্রয়োজন (যেমনটা ডক্টর পরামর্শ দিয়েছেন)। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য কোন কিছু করতে নারাজ (আমাদের সন্তান আছে)। এমনকি আমি যে অসুস্থতায় ভুগি সেটাও সে স্বীকার করতে চায় না। কারণ সে মনে করে আমি একজন যুবতী। তাই আমার পক্ষে এত সব স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগতে থাকা অসম্ভব। তার এই কাজের হুকুম কী? আর আমার করণীয় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আল্লাহর পবিত্র শরীয়তে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে— স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও রহমত তৈরি হওয়া। বৈবাহিক জীবন এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরেকটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”[সূরা রূম: ২১]

হাফেয ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘সম্প্রীতি হচ্ছে— ভালোবাসা। আর রহমত হচ্ছে— দয়া। ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হয় ভালোবাসার কারণে ধরে রাখে। নতুবা তার প্রতি দয়ার কারণে, যদি তার ঘরে নিজের সন্তান আছে।’

প্রিয় বোন,

আপনার জন্য উপদেশ হচ্ছে: আল্লাহ তাআলা পূর্বোক্ত আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সম্প্রীতি ও রহমতের কথা উল্লেখ করেছেন আপনি যেন সেটা ভুলে না যান। উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মহিলা সাহাবীদের কথা ভাবুন, বিশেষতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভূমিকার কথা। তারপর আপনার পরিবারকে সুখী করতে চেষ্টা করতে থাকুন। আপনি এর উত্তম ফলাফল পাবেন; ইনশা আল্লাহ।

মানুষরে অন্তর জয়রে সবচয়েে বড় কারণ হচ্ছে হাসমিুখে নরম ভাষায় কথা বলা। কোনো এক নকেকার বলছেনে: ‘সদাচরণ খুবই সহজ। হাসমিুখ ও নরম কথা।’ সুতরাং আপনি আপনার স্বামীর সাথে কৃত্রমিতা করে হলওে এটি করতে থাকুন। এক সময় এটি আপনার স্বভাবে পরণিত হবে। আপনি তার মন জয় করতে পারবনে এবং আপনার প্রতি তার অন্তরে ভালোবাসা ও রহমত পুনরুজ্জীবতি করতে সমর্থ হবনে।

বরং এই সব কছিুর আগে ও সব কছিুর উপরে আমাদরে রবরে বাণী:

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

“ভালো কাজ আর মন্দ কাজ সমান নয়। ভালো কাজটি দয়িে (মন্দ কাজরে) জবাব দবে। দখেব, যার সাথে তোমার শত্রুতা ছলি সে যনে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গয়িছে। এ গুণটি দওেয়া হয়— কবেল ধর্যৈশীলদরেকে। এ গুণটি দওেয়া হয়— পরম ভাগ্যবানকে।”[সূরা ফুস্সলিাত: ৩৪-৩৫]

শাইখ ইবনে সা’দী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টরি জন্যই কৃত ভালো কাজ, আর তাকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বতি করে এমন গুনাহর কাজ সমান নয়। সৃষ্টরি প্রতি সদাচরণ ও তাদরে সাথে দুর্ব্যবহার সমান নয়। না মৌলকিভাবে, না বশৈষ্ট্যিগত দকি থকেে, আর না প্রতদিানরে দকি থকে। “উত্তম কাজরে প্রতদিান কি উত্তম ছাড়া আর কছিু হতে পার?”

তারপর আল্লাহ এক বশিষে প্রকার সদাচরণরে নর্দিশে দয়িছেনে, যার বড় রকমরে প্রভাব রয়ছে। সটেি হচ্ছ— যে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করছে তার সাথে সদাচরণ করা। আল্লাহ বলনে: “ভালো কাজটি দয়িে (মন্দ কাজরে) জবাব দবে” অর্থাৎ যদি সৃষ্টরি কউে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার কর, বশিষেতঃ তোমার উপর যার বড় অধকিার রয়ছে যমেন: আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রমুখ, সইে দুর্ব্যবহার কথায় হোক বা কাজ; তাহলে এর বপিরীতে তুমি তার সাথে সদাচরণ করো। সে যদি তোমার সাথে সম্পর্ক ছন্নি কর, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। সে যদি তোমার প্রতি যুলুম কর, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। সে যদি উপস্থতি অথবা অনুপস্থতি অবস্থায় তোমার ব্যাপারে মন্তব্য কর, তাহলে তুমওি ব্যাপারে অনুরূপ করো না। বরং তাকে ক্ষমা করো। তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো। সে যদি তোমাকে পরত্যিাগ কর, তোমার সাথে কথা বলা ছড়েে দয়ে, তাহলে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো এবং সালাম দাও। তার মন্দ আচরণরে বপিরীতে যদি তুমি ভালো আচরণ করো, তাহলে বশিাল উপকার হব। সটো হলো: “যার সাথে তোমার শত্রুতা ছলি সে যনে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গয়িছে।” অর্থাৎ সে যনে কাছরে সহমর্মী মানুষে পরণিত হয়ছে।

“এ গুণটি দওেয়া হয়— কবেল ধর্যৈশীলদরেকে”: অর্থাৎ এই প্রশংসনীয় বশৈষ্ট্যি ধারণরে সক্ষমতা কবেল তাদরেকে দয়ো হয় যারা তাদরে মনকে অপছন্দনীয় বষিয়ে ধর্যৈ ধারণ করাতে পার এবং আল্লাহ যা ভালোবাসনে সটোতে মনকে বাধ্য করতে

পারে। কারণ মানুষরে স্বভাবই হচ্ছে কউে তার সাথে মন্দ কছিু করলে বপিরীতে মন্দ আচরণ করা এবং ক্ষমা না করা। সখোনে তার সাথে সদাচরণ করা কমেন গুণ?’

মানুষ যদি নজিকেে ধর্যৈ ধারণ করায়, রবরে নর্দিশে মনেে চলে, বপিুল প্রতদিানরে কথা মনে রাখে এবং জনেে রাখে যে মন্দ আচরণকারীর জবাবে মন্দ আচরণ করা তার জন্য কোনো উপকার নয়িে আসবে না; বরং শত্রুতার তীব্রতা বাড়াবে, অন্যদকিে ভালো আচরণ তার মর্যাদা কমাবে না; বরং যে আল্লাহর জন্য বনিয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দনে— তাহলে তার কাছে বষিয়টা তুচ্ছ হয়ে যায় এবং সে বশে আনন্দরে সাথে উপভোগ করইে সদাচরণ কর।ে

“এ গুণটি দওেয়া হয়— কবেল পরম ভাগ্যবানকে”: কনেনা এটি সবশিষে ব্যক্তদিরে বশৈষ্ট্যি। যে গুণটরি মাধ্যমে বান্দা দুনয়িা ও আখরিাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জন কর।ে যে গুণটি উত্তম চরত্রিরে অন্যতম বড় বশৈষ্ট্যি।[তাফসীরুস সা’দী (পৃ. ৫৪৯-৫৫০) থকেে সমাপ্ত]

এই কথাগুলো যদি যে কোনো সাধারণ মানুষরে ক্ষত্রেে হয়ে থাকে, তাহলে আপনার স্বামীর ক্ষত্রেে কমেন হব?ে যখোনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যদি আমি কাউকে নর্দিশে দতিাম অন্য কাউকে সজিদা করার তাহলে নারীদরেকে নর্দিশে দতিাম তাদরে স্বামীদরে সজিদা করার। যহেতেু আল্লাহ তাদরে উপর স্বামীদরে এমন অধকিার দয়িছেনে।”[হাদীসটি আবু দাউদ (২১৪০) বর্ণনা করনে এবং হাদীসরে ভাষা তার, তরিমযিী (১১৯২), শাইখ আলবানী ‘সলিসলিাহ সহহিা’ গ্রন্থে (১২০৩) এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

প্রয়ি বোন, আমরা আপনাকে দয়িে কথাটুকু শুরু করছেি কারণ আপনি প্রশ্নটি করছেনে এবং আমরা মনে করি যে, আমাদরে কথা আপনইি বশেি শুনবনে এবং আমাদরে উপদশেে আপনইি বশেি সাড়া দবিনে। এর জন্য যদি নজিরে কছিু অধকিার ছড়েে দতিে হয় এবং আপনার প্রতি যে যুলুম করছেে তাকে ক্ষমা করে দতিে হয় তবুও কোনো সমস্যা নইে। নজিরে কছিু অধকিার ছড়েে দওেয়া ও যুলুমকে ক্ষমা করে দওেয়া কোনো দোষ বা দুর্বলতা এমনটি কে দাবি করছে?ে বরং এটাই তো পূর্ণতা পূর্ণমাত্রার পূর্ণতা।

মুসলমি ‘সহহি’ গ্রন্থে (২৫৮৮) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “দানরে মাধ্যমে কোনো সম্পদ হ্রাস পায় না। ক্ষমা করলে আল্লাহ কোনো বান্দার মর্যাদা কবেল বাড়য়িইে দনে। আর যে ব্যক্তইি আল্লাহর জন্য বনিয়ী হব,ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দবিনে।”

অন্যদকিে আপনার স্বামীর উদ্দশ্যে কথা কংিবা তরিস্কার করব উপদশেদাতা সহমর্মী ব্যক্তরি ভাষায়। এমন ব্যক্তদিরে ভাষায় তরিস্কার করব যারা তার জন্য কল্যাণ কামনা করে এবং মন্দ পরণিতরি আশঙ্কা কর।ে যারা আশঙ্কা করে যে সে ইবলসিরে আনুগত্য করে তাকে খুশি করবে এবং রহমানরে অবাধ্যতা করে তাকে অসন্তুষ্ট করব।ে

ইবলসিরে প্রতি তার আনুগত্যরে দলীল হচ্ছে মুসলমিে (২৮১৩) বর্ণতি হাদীস, জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "ইবলীস (শয়ত্বান) পানরি উপর তার সংিহাসন স্থাপন করে। অতঃপর সে তার বাহনিী চারদকিে প্ররেণ করে। এদরে মধ্যে সে শয়ত্বানই তার নকিট সর্বাধকি সম্মানতি যে শয়তান মানুষকে সবচয়েে বশেী ফতিনায় নপিততি করতে পারে। তাদরে মধ্যে একজন ফরিে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফতিনাহ্ মানুষরে মধ্যে সৃষ্টি করছে।ি তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কছিুই করনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলনে, অতঃপর এদরে অপর একজন এসে বলে, আমি অমুক ও তার স্ত্রীর মধ্যে বচ্ছিদে ঘটাবার আগ পর্যন্ত তাকে ছড়েে দইিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলনে: শয়তান এ কথা শুনে তাকে নকিটে বসয়িে বলে, তুমইি উত্তম কাজ করছো।ে" বর্ণনাকারী আ'মাশ বলনে: আমার মনে হয় জাবরি (রাঃ) এটাও বলছেনে য,ে "অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলঙ্গিন করে"।

আর তনিি য,ে রহমানকে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ করছনে সে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে এই হাদীসটি শুনুন: "নারীদরে ব্যাপারে তোমেরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমেরা আল্লাহর নরিাপত্তায় তাদরেকে গ্রহণ করছে। আল্লাহর বাণীর দ্বারা তোমেরা তাদরে লজ্জাস্থানকে নজিদেরে জন্য হালাল করছে ..।"[হাদীসটি মুসলমি (১২১৮) বর্ণনা করনে]

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর নরিাপত্তা কি এমন হয়?!!

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর বাণীর সাথে কি আপনি এমনটাই করবনে?!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ওসীয়তরে ক্ষত্রেে কি আপনি এমনটি করবনে। অথচ নবীজী আপনাকে বলছেনে: "তোমেরা স্ত্রীদরে সাথে সদাচরণ করার ওসয়িত গ্রহণ কর।"[হাদীসটি বুখারী (৩৩৩১) ও মুসলমি (১৪৬৮) বর্ণনা করনে]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: "তোমাদরে মাঝে সবচয়েে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার পরবিাররে কাছে উত্তম। আমি তোমাদরে মাঝে আমার পরবিাররে কাছে উত্তম।"[হাদীসটি তরিমযিী (৩৮৯৫), ইবনে মাজাহ (১৯৭৭) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী 'সহীহুত তরিমযিী'তে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

সদাচরণ কী এভাবে হয়? অথচ আল্লাহ বলছেনে: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "তাদরে সাথে সম্মানজনকভাবে বসবাস করো।"[সূরা নসিা: ১৯]

তদারকি কি এভাবে হয়? যখোনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমেরা সকলইে তদারককারী এবং তোমাদরে প্রত্যকেকইে অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়ত্বিশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদরে সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হবে। পুরুষ তার পরবিাররে দায়ত্বিশীল, তাকে তার অধীনস্থদরে সম্পর্কে জজ্ঞিসে

করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহরে তদারককারী, তাকে তার দায়ত্বি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হবে। খাদমে তার মনবিরে ধন-সম্পদরে তদারককারী, তাকওে তার মনবিরে ধন-সম্পদ সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হবে। ইব্নে ‘উমর বলনে, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলছেনে: পুত্র তার পতিার ধন-সম্পদরে তদারককারী এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জজ্ঞিসে করা হবে। তোমেরা সবাই দায়ত্বিশীল এবং সবাইকে তাদরে অর্পতি দায়ত্বি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।”[হাদীসটি বুখারী (৮৯৩) ও মুসলমি (১৮২৯) বর্ণনা করনে]

আপনি কি সম্মানতি সাহাবী আয়যে ইবনে আমর রাদয়িাল্লাহু আনহুর কথা শোনেনেনি? তনিি যালমে প্রশাসক উবাইদুল্লাহ ইবনে যয়িাদরে কাছে প্রবশে করে বলছেলিনে: ‘হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: নকিৃষ্টতম শাসক হচ্ছে সে, যে প্রজাদরে ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। এদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থকেে সাবধান!!’[হাদীসটি মুসলমি (১৮৩০) বর্ণনা করনে]

আপনি কি এদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে ভয় করনে না?

হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি কখনো শুনছেনে যে অসুস্থতার কোন বয়স আছ? মাথা ব্যথার জন্য কোনো নর্দিষ্টি সময় কংিবা স্থান রয়ছে?! এর থকেে বস্ময়কর ও অদ্ভুত কছিু আমরা শুনন!ি!

নাকি আপনার দলীল-প্রমাণ লাগব, তাহলে শুনুন হে আল্লাহর বান্দা:

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্বী‘ থকেে ফরিে আমাকে দখেতে পলেনে আমি মাথাব্যথায় ভুগছি। আমি বলছি: আমার মাথা যাচ্ছে। তনিি বললনে: আয়শো! বরং আমার মাথা যাচ্ছে।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (১৪৬৫) বর্ণনা করনে এবং শাইখ আলবানী মশিকাতরে তাখরীজে (৫৯৭০) এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

হে মুসলমি ভাই! আপনার স্মরণ রাখা উচতি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মারা যান তখন আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহার বয়স আঠারো বছর। অর্থাৎ তার এই মাথা ব্যথার অভযিোগ ছলি আঠারো বছররে আগে কশিোরী থাকা অবস্থায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা বশি্বাস করছেনে, তার সাথে আবগেময় প্রতক্রিয়িা জানয়িছেলিনে। আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহাকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে কী করতনে? তনিি উত্তর দনে: “তনিি পরবিাররে খদেমত করতনে। যখন নামাযরে সময় হত তখন নামাযরে উদ্দশ্যে বরেয়িে যতেনে।”[হাদীসটি বুখারী (৬৭৬) বর্ণনা করনে]

আপনি যদি দলীল-প্রমাণ খুঁজনে, তাহলে এই হলো দলীল। আমরা মনে করি না আপনার দলীল প্রয়োজন। আপনার দরকার হলো আমল করা। আপনার সামনে রাস্তা আছ, কন্তিু আপনি সে পথে হাঁটছনে না!!

আল্লাহর বান্দা! আপনার উদ্দশ্যে কথা বললে অনকে লম্বা হব। তবে যে ব্যক্তরি অল্প কথা উপকারে আস না, বশেি

কথাও তার উপকারে আসবে না!!

আল্লাহর বান্দা! সুতরাং এমন কোন দিন আসাকে ভয় করুন যদেনি আপনি বিপিদে পড়বনে, তখন এই দুর্বল মহলিা আপনার দায়ত্বি নবিে ও দখেভাল করবে। আপনি কি চান আপনি তার সাথে এখন যে রকম আচরণ করছনে তখন সে আপনার সাথে সে রকম আচরণ করুক?!

নাকি আপনি চান যে— আপনার স্ত্রী আপনার চয়েওে দয়ার্দ্র হবে, আপনাকে বশি্বাস করবে; আপনি তাকে বশি্বাস না করলওে?! সে আপনার দায়ত্বি নবিে; আপনি তাকে অবহলো করলওে? সে আপনার সাথে সদাচরণ করবে; আপনি তার সাথে দুর্ব্যবহার করলওে? সে আপনার জন্য ধর্যৈ ধরবে; আপনি তার সাথে অন্যায় আচরণ করলওে?!

আল্লাহর কসম! এই দুটোর মাঝে যটো অধকি মষ্টিি সটোও তক্তি!!

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নজিরে জন্য ইহসানরে পথ বছেে ননি। “উত্তমরে প্রতদিান কি উত্তম ছাড়া কছিু হতে পারে?”[সূরা রহমান: ৬০]

যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে, সে কখনো এর প্রতদিান পাওয়া থকেে বঞ্চতি হয় না। আল্লাহ ও মানুষরে মাঝে তার প্রতদিান হারয়িে যায় না (হয় মানুষ তার প্রতদিান দবিে, সে না দলিওে আল্লাহর কাছে সে প্রতদিান পাবইে)।